18

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 APR 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে উত্তেজনা

ইস্যু প্রশ্নপত্র ফাঁস

সৈয়দ আতাউর রহমান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবত বিরাজিত শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সকল মহলে এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাদৃত ও স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু ইদানীং একটি স্বার্থান্বেষী মহল তাদের হীন স্বার্থচরিতার্থ করার লক্ষ্যে এ পরিবেশকে নস্যাৎ করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। গত ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে গাড়ী ভাঙচুর, ভিসি পত্নীকে আহত ও লাঞ্ছিত করা, ড্রাইভারকে মারধর, ডিসি অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর এবং প্রক্টর অফিসের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পরিবেশ আজ হুমকির মুখে। তারই ওপর এই প্রতিবেদন।

ইস্যু বিবিএ'র প্রশ্নপত্র ফাঁস

একটি চিহ্নিত মহল বিবিএ-এর (গ ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার দুই দিন পরে উদ্দৈশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উত্থাপন করে। সে প্রেক্ষিতে ভিসি মহোদয় ইউনিট কমিটির দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি সর্বসম্মতভাবে যে Report দেন তাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এর পূর্বে দৈনিক পূর্বকোণে প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কিত প্রকাশিত খবরে ভর্তি কমিটির সকল সদস্য সর্বসম্মতভাবে প্রতিবাদ জানায়- যা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ, এ কমিটির একজন সদস্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাংবাদিক সম্মেলনে কমিটি থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করে এবং স্ববিরোধী ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রদান করেন। প্রথম তদন্ত কমিটিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন প্রমাণ পাওয়া না যাওয়ায় ষড়যন্ত্রকারী মহলের ইংগিতে 'উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন' আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিও তাদের Report -এ পরীক্ষা বাতিলের সুপারিশ করেনি, এমনকি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে একথাও সুষ্ঠুভাবে বলেনি। এর প্রমাণ হিসাবে কমিটির Report-এর কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে-

(১) পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র পেয়েছে এমন দাবিকৃত ৪ জন ছাত্রের বক্তব্যের ভিত্তিতে "উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি" ঐ চারজন ছাত্রের ভর্তি পরীক্ষার খাতা পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেন যে "পূর্বে প্রশ্নপত্র পাওয়ার উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি।" বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, এদের দুইজন পরীক্ষায় ফেল করেছে এবং অপর ২ জন অত্যন্ত কম নম্বর পেয়ে পাস করেছে।

(২) প্রথম Report-এ বলা হয়েছে, পরীক্ষার খাতা নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৩২ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩১ জন শিক্ষকই কমিটির নিকট বলেছেন যে, "উত্তরপত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁসের আলামত বা লক্ষণ ছিল না"

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় "১ম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা কমিটির" সভাপতি প্রো-ভিসি তদন্ত কমিটি পেশকৃত রিপোর্টে অভিযোগকারীদের বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "বিষয়টি আমার কাছে Self-contradactory মনে হয়েছে।

(৪) সাক্ষাতকার প্রদানকারী ৩৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৫ জন অভিমত প্রকাশ করেন যে, পরীক্ষা চলাকালীন সময়েও তারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন বিষয় অবহিত হননি। অধিকন্তু তারা পরীক্ষার হলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কে কোন কানাঘুষা ও গুঞ্জন শুনতে পাননি বলে জানান। পরীক্ষার দিন বিকেলে শেডিং-এর কাজ চলাকালীন সময়েও এ কাজে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দের মধ্যেও প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত কোন বিষয় অবহিত হননি বলে জানান। তাঁদের অধিকাংশই জানান যে, কেবলমাত্র ১২-০২-৯৪ ইং তারিখে 'পূর্বকোণ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে তারা বিষয়টি সম্বন্ধে প্রথম অবহিত হন।

(৫) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি একজন সম্মানিত শিক্ষককে "দায়িত্বশীল ব্যক্তি" হিসাবে আখ্যায়িত করে তার উত্থাপিত প্রশ্নপত্র ফাঁসের বক্তব্যকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ রিপোর্টের পরের লাইনেই কমিটি ঐ শিক্ষক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর ভিসি, প্রো-ভিসি ও বাণিজ্য অনুষদের ডীন মহোদয়কে যথাসময়ে বিষয়টি অবহিত করা উচিত ছিল। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি সত্যিকারের প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা জানা থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন এটাই ছিল যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে ঐ শিক্ষকের বক্তব্য রহস্যময়।

এভাবে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে একথা বারবারই ফুটে উঠে যে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন প্রমাণ নেই।

বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ফোরাম সিন্ডিকেটে মীমাংসিত হওয়ার পরও একটি মহল শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা তৈরী করছে। কিন্তু কার জন্য- এটাই প্রশ্ন? বিবিএ-এর ঐ ৪ জন ছাত্র ব্যতীত সবাই চুপচাপ- একটা অসহনীয় অবস্থায়। এর সুষ্ঠু সমাধানটাই করা হোক- যাতে কেউ কষ্ট না পায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশও অক্ষুণ্ন থাকে।